সমকাল

তারিখ ... 30 NOV 2015
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

২৩ টিটি কলেজের জটিলতা নিরসনের নির্দেশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ভুলের কারণে ২৩টি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং (টিটি) কলেজ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে হাইকোর্ট ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চিঠি চালাচালি হলেও এখন পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। কোর্টের দেওয়া রায় না মানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত (কনটেম্পট) পর্যন্ত করেছে হাইকোর্ট। এরপর মন্ত্রণালয় দ্রুত এ বিষয়ে জটিলতা নিরসন করতে মাউশিকে নির্দেশ দিয়েছে।

২০০৮ সালে পরিপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি টিটি কলেজ থেকে পাস করা বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন স্কেল ১১ কোড থেকে ১০ কোডে উন্নীত করার নিয়ম বাতিল করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এই পরিপত্র চ্যালেঞ্জ করে ২৩টি কলেজ হাইকোর্টে রিট করে। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত সেই পরিপত্র বেআইনি ঘোষণা করে তা বাতিল করে দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই আদেশ চ্যালেঞ্জ করে আপিল করলে হাইকোর্টের রায় স্থগিত না করে তা নিয়মিত শুনানির জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন আপিল বিভাগ। মন্ত্রণালয় প্রথম দিকে এ আদেশ পালন করতে গড়িমসি করায় কলেজগুলোর পক্ষ থেকে কনটেম্পট পিটিশন করা হয়। আদালত এই ২৩টি কলেজ থেকে বিএড সনদপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আদেশ প্রদান করে। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাউশিকে এ নির্দেশ প্রদান করে।

গত ৮ নভেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয় মাউশির কাছে চিঠি দিয়ে জানতে চায়, ২৩ বেসরকারি টিটি কলেজ থেকে বিএডপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় বেসরকারি টিটি কলেজের শিক্ষকদের ১১ কোড থেকে ১০ কোডে বেতন পাবেন বলে জানায়। এর আগেও একই চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাউশি সে চিঠির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে লাল তালিকাভুক্ত ৩৮ কলেজ ব্যতীত বাকি সব বেসরকারি টিটি কলেজ থেকে পাস করা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদান করে। বাদী ২৩ কলেজের পক্ষ থেকে বিষয়টি উল্লেখ করে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে এই চিঠি দিয়ে মাউশিকে বলা হয়, কাজটি সঠিক হয়নি। এ জন্য এই তাগিদপত্র দিয়ে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে দ্রুত এই ২৩টি কলেজ থেকে সনদপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করার জন্য।

মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া চিঠি নিয়ে আইন শাখার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। এ ব্যাপারে খুব দ্রুতই সিদ্ধান্ত জানানো হবে।